গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচির পর মানববন্ধন

তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে দীর্ঘস্থায়ী অগ্রগতি না পাওয়ায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষকেরা শাটডাউন কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদের শিল্পকলা একাডেমির সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতাধিক সহকারি শিক্ষক অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি আক্তারুজ্জামান বকুল। এ সময় সাধারণ সম্পাদক সেলিমুজ্জামানসহ শিক্ষক নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে দীর্ঘস্থায়ী অগ্রগতি না পাওয়ায় এবং তিন শিক্ষক নেতাকে শোকজ নোটিশ দেওয়ার প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ রেখে মেহেরপুরের ৩০৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষকদের ‘শাটডাউন’ কর্মসূচি দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে। গতকাল বুধবার সহকারি শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার কাউকে পাওয়া যায়নি।

প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের উদ্যোগে দ্বিতীয় দিনের মতো বার্ষিক পরীক্ষা স্থগিত রয়েছে। সরেজমিনে বিদ্যালয়গুলোতে দেখা গেছে, প্রধান শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে থাকলেও সহকারি শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষগুলোতে তালা মেরে চলে গেছেন। শুধুমাত্র প্রধান শিক্ষকরা বাইরে ঘোরাঘুরি করছেন।

মেহেরপুর জেলায় ৩০৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে সহকারি শিক্ষক রয়েছেন ২০০০ জন।

আবুল সরকারের মুক্তি ও বাউলদের নির্যাতনের প্রতিবাদে গাংনীতে গান গেয়ে মানববন্ধন

আবুল সরকারের মুক্তি ও বাউলদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান গেয়ে মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুরের বাউল সম্প্রদায়ের লোকজন। এ সময় তাদের হাতে ছিল একতারা, দোতারা, হারমোনিয়াম, ঢোলসহ নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বেলা ২টার সময় গাংনী উপজেলা শহরের কাঁচাবাজার এলাকায় তারা এই মানববন্ধন করেন। মানববন্ধনে গান পরিবেশন করেন আব্দুস সামাদ বাউল, ছন্নত বাউল, ভিকু বাউল ও মহিবুল বাউল।

মানববন্ধনে বাউল শিল্পী আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তি এবং বাউলদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদ জানানো হয়।

আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়ে বাউল সম্প্রদায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মজনুল হক বলেন, বাউল সম্প্রদায় সুরের মানুষ। আমরা কোনো ফ্যাসাদ বুঝি না, আমরা বুঝি ভালোবাসার মানবিক সমাজ। আমরা মনের মানুষের সঙ্গে মনের মিলন ঘটাতে চাই।

আমরা ভাই-ভাই জাতি, গোত্র, সম্প্রদায় মিলিয়ে আমরা সম্প্রীতির রাষ্ট্র চাই। সমাজে কোনো ধরনের অমানবিক কর্মকাণ্ড হোক, তা আমরা চাই না। আমাদের দেশ বহুজাতি, বহু মতের, বহু চেতনার দেশ। আমরা লালন করি বাউল দর্শন।

আবুল সরকার তার গানের মাধ্যমে অভিনয় করছিলেন। সেই গানের অভিনয়ের মধ্যে যদি ভাষার কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকে, তাহলে তাকে ক্ষমা করার আহ্বান জানিয়েছিলাম। তারপরও বাউল আবুল সরকারকে ক্ষমা করা হয়নি। তাকে আটক করে মামলা দেওয়া হয়েছে।

আমরা মনে করি, এটি একটি ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড। আমরা এই

ষড়যন্ত্রমূলক মামলা প্রত্যাহার ও তার মুক্তি দাবি করছি। মানববন্ধনে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৩৫ জন বাউল অংশ নেন।

মেহেরপুরে মনোনয়ন দ্বন্দ্বে নির্বাচনী ব্যয় বাড়ছে

মেহেরপুর-১ ও গাংনী আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়নকে ঘিরে বিরাজ করছে অস্বস্তিকর অস্থিরতা। দুই আসনেই মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে মানববন্ধন, প্রতিবাদ সমাবেশ, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ ও পৃথকভাবে কর্মসুচী পালন অব্যাহত আছে।

সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটছে। অথচ কথা ছিল দলীয় মনোনয়ন যাকে দেয়া হবে তার পক্ষে সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন। কিন্তু বিপরিত চিত্রের কারণে শুধু রাজনৈতিক উত্তেজনাই বাড়ছে না নির্বাচনী ব্যয়ও অস্বাভাবিক হারে বাড়তে শুরু করেছে বলে জানাচ্ছেন স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরের দুুটি আসনে সাবেক দুই এমপি দলীয় মনোনয়ন পাবার পর এই বিরোধ তুঙ্গে উঠছে।

মেহেরপুর-১ আসনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ পক্ষ ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে জনসংযোগ করছেন।

মনোনয়ন বঞ্চিত কামরুল হাসান পক্ষ দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা দাবিতে বিভিন্ন কর্মসুচী পালন করছেন। নিজ নিজ অবস্থান জানান দিতে গ্রাম গঞ্জ থেকে বাস ভরে লোকবল আনতে হচ্ছে উভয় পক্ষকে। ব্যানার-ফেস্টুন, মাইকিং, শোডাউন, প্রচারপত্র এসবের পেছনে বাড়তি খরচ পড়ছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

অন্যদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের মনোনয়নকে ঘিরে আরও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের পক্ষে নেতা কর্মীরা প্রায় প্রতিদিনই সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করছেন।

দলীয় মনোনয়নের দাবিতে পোস্টার, লিফলেট, মোটরসাইকেল শোডাউনসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে ব্যয় বাড়ছে কয়েকগুণ। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীকেও তৎপর থাকতে হচ্ছে।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন মিল্টন-কামরুল পক্ষের চেয়ে অরুণ-আমজাদ পক্ষ জনপ্রিয়তার কারণেই দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন। জাতীয় নির্বাচনে তাদের বিকল্প এখনও কোন নেতা তৈরী হয়নি।

স্থানীয় নেতাদের ভাষ্য, মনোনয়নকে কেন্দ্র করে এমন ধারাবাহিক কর্মসূচি দলের ভেতর বিভাজন বাড়ানোর পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে। মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে যে প্রতিযোগিতা চলছে, তা শেষ পর্যন্ত সম্ভাব্য প্রার্থীদের ওপর বাড়তি ব্যয়ের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, মনোনয়নের আগে থেকেই নির্বাচনসংশ্লিষ্ট খরচ বাড়তে শুরু করেছে- যেখানে পোস্টার, ব্যানার, লজিস্টিকস ও কর্মসূচি খরচ যোগ হয়ে প্রতিদিনই ব্যয়ের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে।

নেতাকর্মীরা বলছেন, প্রাথমিক মনোনয়নে অসন্তোষ থাকলেও ধারাবাহিক কর্মসূচি ও শক্তির প্রদর্শন করতে গিয়ে যে অর্থনৈতিক চাপ বাড়ছে, তা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

একইসঙ্গে এতে দলে বিভক্তির গভীরতা বাড়বে এবং নির্বাচন পূর্ববর্তী সময় থেকেই অপ্রয়োজনীয় ব্যয় অতিরিক্ত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। দলীয়দ্বন্দ্ব নির্বাচনে জয় হাতছাড়া হবার আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যাবে না।

নির্বাচনের এখনও সময় থাকলেও মেহেরপুর জুড়ে এখন মূল আলোচনায় বিএনপির অভ্যন্তরীণ মনোনয়ন সংকট, এবং তা ঘিরে প্রতিদিন বাড়তে থাকা রাজনৈতিক উত্তাপ ও ব্যয়ের চাপ।

মেহেরপুর-১ আসনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ যুগান্তরকে বলেন নির্বাচনের আগে মনোনয়ন নিয়ে এমন পরিস্থিতি অস্বাভাবিক না। দলের জরিপে যোগ্য বিবেচনায় আমাকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। তফশীল ঘোষণার পর সব এক কাতারে চলে আসবে।

জীবননগরে খুচরা সার ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা

সার নীতিমালা ২০২৫ অবিলম্বে বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন, প্রতিবাদ সভা ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন জীবননগর উপজেলার খুচরা সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ীরা।

গতকাল সোমবার দুপুর বারোটায় জীবননগর উপজেলা পরিষদ গেটের সামনে ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, নতুন সার নীতিমালা ২০২৫ বাস্তবায়ন হলে খুচরা সার ব্যবসায়ীরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীরা অস্তিত্ব সংকটে পড়বেন এবং সার বিপণন ব্যবস্থায় অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হবে বলেও দাবি করেন তারা। এ সময় বক্তারা নীতিমালা বাতিল করে মাঠপর্যায়ের ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষায় যুক্তিযুক্ত বিকল্প নীতিমালা প্রণয়নের আহ্বান জানান।

পরে ব্যবসায়ী সমিতির নেতারা জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

সার ব্যবসায়ী নেতা আলমগীর হোসেন, আব্দুল কাদের, বাবুল আক্তার, জহুরুল ইসলামসহ অন্যান্য বক্তারা জানান, কৃষকদের কাছে সঠিক সময়ে সার পৌঁছে দিতে খুচরা ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছেন। কিন্তু হঠাৎ করে নতুন নীতিমালা চাপিয়ে দিলে মাঠপর্যায়ে সার সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কর্মসূচিতে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের শতাধিক সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সার বিক্রি নীতিমালা সংশোধনের দাবিতে খুচরা সার ডিলারদের মানববন্ধন

খুচরা সার বিক্রেতা আইডি কার্ড বহাল রাখা, টিও লাইসেন্স চালু রাখা এবং সার সংরক্ষণ নীতিমালা-২০২৫ সংশোধনের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার নেতৃবৃন্দরা।

রবিবার বিকেল ৩টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের সামনে ঘণ্টাব্যাপী এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচি শেষে খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর জেলা শাখার নেতৃবৃন্দরা মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন।

সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি শাহিনুল ইসলাম শাহীনের সভাপতিত্বে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। সভাপতিত্বের বক্তব্যে তিনি বলেন, আপনারা যে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটা কি কখনো বুঝতে পেরেছেন এর দ্বারা কি হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ, এদেশে কিছু যদি সচল না থাকে কোন কিছুই সচ্ছল থাকবে না। আপনার এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমার মনে হয় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এত বড় আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত এ পর্যন্ত কোন সরকার নিয়েছে বলে আমার জানা নাই। কারণ এই লাইসেন্স নিয়ে যারা ব্যবসা করেছে মেহেরপুরবাসী জানে এই খুচরা ডিলার, কার্ড ধারী ডিলার এটা কত বড় লাঞ্ছিত এই বিসিআইসি ডিলারদের কাছ থেকে । দুর্নীতি যদি করে থাকে সিন্ডিকেট যদি করে থাকে তারা করেছে।

মানববন্ধনে উপস্থিত বক্তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, প্রধান উপদেষ্টার কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি সার সংরক্ষণ নীতিমালা-২০২৫ অবিলম্বে সংশোধন করুন। এই নীতিমালা বহাল থাকলে সারা দেশের ৪৫ হাজার খুচরা সার বিক্রেতা পরিবার এবং তাদের সঙ্গে জড়িত হাজার হাজার কর্মচারীর পরিবারের সন্তানেরা পথে বসবে। যারা সিন্ডিকেট করেছে, কেবল তাদেরই শাস্তি দিন। নীতিমালা সংশোধন না হলে কৃষক ও আমাদের পরিবারকে নিয়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সহ-সাধারণ সম্পাদক হুসাইন এরশাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল করিম, গাংনী উপজেলা সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান প্রমুখ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা মাসুদ রানা, ইলিয়াস হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি বিপ্লব হোসেন, কলিমুদ্দিনসহ জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত শত শত খুচরা সার বিক্রেতা ও নেতৃবৃন্দ।

ঝিনাইদহে খুচরা সার বিক্রেতাদের মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

ঝিনাইদহে খুচরা সার বিক্রেতা আইডি কার্ডধারীদের বহাল রাখা, টি.ও লাইসেন্স এবং সার সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২৫ সংশোধনের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

রোববার সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এ কর্মসূচির আয়োজন করে।

এতে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে জেলার ছয়টি উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের খুচরা সার বিক্রেতারা অংশ নেন। ঘণ্টাব্যাপী চলা এ কর্মসূচিতে সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি সায়েদুল আলম বাদশা, সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ, সদর উপজেলা শাখার সভাপতি তরিকুল ইসলাম টিপু, কালীগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি জিল্লুর রহমান, হরিণাকুন্ডু উপজেলা শাখার সভাপতি শামীম আহমেদ (চাঁন), শৈলকুপা উপজেলা শাখার সভাপতি বাবুল আক্তার, মহেশপুর শাখার সভাপতি উজ্জ্বল হোসেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল মিয়াসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

এসময় বক্তারা বলেন, ২০০৯ সালে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে খুচরা সার বিক্রয়ের অনুমতি ও অনুমোদন (টি.ও লাইসেন্স) দেওয়া হয়। কিন্তু ২০২৫ সালে এসে এ নীতিমালার খসড়া অনুমোদন

স্থগিত করা হয়েছে। পাশাপাশি ২০২৬ সালের মার্চ মাসে এ সুবিধা সম্পূর্ণ স্থগিতের নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

এই নির্দেশনার ফলে খুচরা সার ব্যবসায়ী ও ডিলাররা ক্ষতির মুখে পড়ছেন। তাই ২০০৯ সালের নীতিমালা বহাল রাখার দাবি বর্তমান সরকারের কাছে জোরালোভাবে তুলে ধরেন বক্তারা।

গাংনীতে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে দীর্ঘ সড়ক জুড়ে মানববন্ধন

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি’র দলীয় মনোনয়ন পরিবর্তন করে ও জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেলে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের আলমপুর ব্রিজ হতে খলিশাকুন্ডি ব্রিজ পর্যন্ত মানববন্ধনে দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, বিএনপি নেতা ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, গাংনী পৌর বিএনপি’র সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম সহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

গাংনীতে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে দীর্ঘ ২৩ কিলোমিটার মানববন্ধন

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে দীর্ঘ ২৩ কিলোমিটারজুড়ে হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে মানববন্ধনের মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন মনোনয়ন বঞ্চিত জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সমর্থকরা।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের শেষ সীমানা খলিশাকুন্ডি নামক স্থান থেকে শুরু হয়ে আলমপুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এ মানববন্ধনে অংশ নেন হাজার হাজার বিএনপির নেতাকর্মী। নেতাকর্মীরা বলেন, বাংলাদেশে এ ধরনের ব্যতিক্রমী ও দীর্ঘ মানববন্ধন এই প্রথম এটি ইতিহাস হয়ে থাকবে।

উপজেলা বিএনপি ও পৌর বিএনপিসহ স্থানীয় নেতাকর্মীদের নেতৃত্বে গতকাল শনিবার বিকেল ৩টায় মানববন্ধনটি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যতিক্রমী এ মানববন্ধন গাংনী উপজেলাজুড়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা দাবি করেন, মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে অযোগ্য নেতাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে যিনি দীর্ঘ ১৭ বছর বিএনপির কোনো কর্মসূচিতে ছিলেন না, মিথ্যা মামলার শিকার নেতাকর্মীদের খোঁজখবর রাখেননি। তাই এ মনোনয়ন বাতিল করে ত্যাগী, নির্যাতিত, নেতাকর্মী-বন্ধু জনপ্রিয় নেতা জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দিতে হবে। তাদের দাবি, মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা না করা পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ ২৫ কিলোমিটারজুড়ে এত বড় মানববন্ধন বাংলাদেশে কোনো নেতাই করতে পারেননি। এই মানববন্ধন বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি আরো বলেন, মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে মনোনীত প্রার্থী দীর্ঘ ১৭ বছর হামলা-মামলার শিকার নেতাকর্মীদের খোঁজখবর রাখেননি, দলীয় কোনো কর্মসূচিতেও অংশ নেননি। অথচ জনপ্রিয়তা ও ত্যাগের দিক থেকে জাভেদ মাসুদ মিল্টনই যোগ্য নেতা। দ্রুত মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা

করে তাকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা বলেন, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একাধিকবার কারাবন্দি হয়েছেন। তাকে বাদ দিয়ে অযোগ্য নেতাকে মনোনয়ন দেওয়া অগ্রহণযোগ্য। অবিলম্বে মনোনয়ন বাতিল করে জনপ্রিয় নেতা মিল্টনকে দলীয় মনোনয়ন দিতে হবে।

উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক বলেন, অসহায়, দিনমজুর, খেটে খাওয়া মানুষের নেতা জাভেদ মাসুদ মিল্টন দীর্ঘ ১৭ বছর রাজপথে থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। সেই ত্যাগী নেতাকে বাদ দিয়ে অযোগ্য নেতাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। দ্রুত মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আমার জীবনে এই প্রথম এত বড় মানববন্ধন দেখলাম। মনোনয়ন বঞ্চিত হওয়ার পরও হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে মিল্টনের পক্ষে এটাই প্রমাণ করে কে গাংনীর যোগ্য নেতা।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু বলেন, দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধৈর্য ধরুন। বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যাকে সঠিক মনে করবেন তাকেই মনোনয়ন দেবেন। ধানের শীষের পক্ষে এবং ৩১ দফা বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ থাকুন।

উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক বলেন, এই মানববন্ধন গাংনীর ইতিহাস হয়ে থাকবে। তারেক রহমানের ৩১ দফা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। ধানের শীষকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করতে হবে। মিল্টনকে ভালোবেসে আজ আপনারা যেভাবে রাস্তায় নেমেছেন তা কখনো ভুলবার নয়।

মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা ও পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির নেত্রী ফরিদা পারভীন, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাড. সুমন, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব হারুন অর রশিদ বাচ্চু,

উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি আমিনুল বারী মোতালেব, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বিপ্লব এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মী।

দর্শনায় নবম পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে রেল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় নবম পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে রেল কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মানববন্ধন করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল স্টেশনে বৈষম্য নিরসনপূর্বক পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে বাংলাদেশ রেলওয়ের দর্শনাতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এ মানববন্ধনে অংশ নেন।

জানা গেছে, নবম পে-স্কেল বাস্তবায়নে ‘প্রহসন’ চলছে অভিযোগ করে এবং ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ এর মধ্যে বৈষম্য দূর করে পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে তারা এ বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেন।

দাবিসমূহ হলো, নবম পে-স্কেল ২০২৫ দ্রুত বাস্তবায়ন ও গেজেট আকারে প্রকাশ করা, গ্রেডভিত্তিক বৈষম্য দূর করা ও কর্মচারীদের ন্যায্য বেতন প্রদান, ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে দাবি মানা না হলে কঠোর আন্দোলনের ডাক ও রেলওয়ের নিয়োগবিধি-২০২০ দ্রুত সংশোধন করে পদোন্নতি বঞ্চিতদের পদোন্নতি প্রদান এবং সব শূন্য পদে অতিসত্ত্বর নিয়োগ দেওয়া।

মোঃ মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে ও নূর হোসেন বকুলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে আন্দোলনরত কর্মকর্তারা তাদের দাবি তুলে ধরেন এবং দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একই সঙ্গে আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে বৈষম্য দূর না হলে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন।

এ সময় মানববন্ধনে সংহতি প্রকাশ করেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য নাহারুল ইসলাম মাস্টার। এছাড়া উপস্থিত থেকে

বক্তব্য দেন মোঃ রাশেদ ইকবাল, মোঃ আশিকুর রহমান, আলমাস আলী আরিফ, তারুণ হোসেন, তৌহিদুল ইসলাম, ফয়সাল আহমেদ, সাদ্দাম হোসেন, টিপু সুলতান, শাহীন আলমসহ আরও অনেকে।

ঝিনাইদহে প্রবাসী মাহাবুব হত্যা মামলার আসামীদের গ্রেফতার দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে প্রবাসী মাহাবুব হোসেন হত্যা মামলায় আসামীদের গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলার কালা গ্রামে ঝিনাইদহ-মাগুরা সড়কে এ মানববন্ধন করে এলাকাবাসী।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে নিহতের স্বজন ও এলাকাবাসী অংশ নেয়। মানববন্ধনে নিহতের পিতা সাব্দার বিশ্বাস, ভাই রুবেল হোসেন, স্ত্রী শম্পা খাতুন, খালা ছবেদা খাতুন, পদ্মাকর ইউনিয়ন বিএনপির সেক্রেটারি আতিক হোসেন মল্লিক, জেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোহন জমাদ্দারসহ এলাকাবাসী বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, প্রবাসী মাহাবুব হোসেন হত্যার ৪ দিন পেরিয়ে গেলেও মাত্র ১ জন আসামী গ্রেফতার হয়ে। বক্তারা দ্রুত বাকি আসামীদের গ্রেফতারের দাবী জানান। গত শনিবার সকালে সদর উপজেলার কালা গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের লোকজন কম্বোডিয়া প্রবাসী মাহাবুবকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। এ ঘটনায় রোববার রাতে নিহতের ভাই রুবেল হোসেন বাদি হয়ে ১৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ১০/১২ জনকে আসামী করে সদর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করে।